২০১৪ সালের টেলিযোগাযোগ খাত

হিটলার এ. হালিম

গেল বছরটি দেশের টেলিযোগাযোগ খাত পার করল নানা সুতর্ক আর কু-তর্কের মধ্য দিয়ে। থ্রিজি প্রযুক্তির নিলাম যেমন চারদিকে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল, তেমনি সারা বছর ধরে অবৈধ ভিওআইপির দৌরাত্ম্য, আইজিডব্লিউ (ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে) অপারেটরগুলোর অনৈতিক অপারেশন, কম দামে দেশে কল আনা ও বিশাল অঙ্কের টাকা বকেয়া রাখায় অপারেশন ব্লক করে দেয়া এবং স্পেকট্রামের কোনো নিলাম ছাড়াই ওয়াইম্যাক্স গাইডলাইন সংশোধন করে ওলো-কে লাইসেন্স দেয়ায় নানা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে টেলিযোগাযোগ খাত। আগামী বছরও টেলিযোগাযোগ খাতে আরও কিছু 'রাজনৈতিক লাইসেন্স' দেয়া হবে, যা আবারও সমালোচনার জন্ম দিতে পারে। এ খাতে তৈরি করতে পারে জটিল বিশৃঙ্খলা। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির কিছু গ্রাহকবান্ধব সেবা চালুর পরিকল্পনার কথা জানা গেছে, যেগুলো চালু হলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে।

২০১৪ সাল

এ বছর ভিএসপি'র (ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার্স) আরও ১৩৯টি লাইসেন্স দেয়া হতে পারে। গত বছর ১০০৪টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়ার জন্য নির্বাচন করা হলেও শেষ পর্যন্ত লাইসেন্স নেয় ৮৬৫টি প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারায় ১৩৯টি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স নিতে পারেনি। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি রাজনৈতিক বিবেচনায় ওই ১৩৯টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে সুযোগ দিতে চাইছে। সে হিসেবে চলতি বছর এই সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়া হবে।

চলতি বছর এলটিই (লং টার্ম ইভ্যালুয়েশন) বা ফোরজির পাঁচটি লাইসেন্স দেবে সরকার। লাইসেন্সগুলো পাবে বাংলালায়ন, কিউবি, বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বা মাল্টিনেট, ম্যাঙ্গো ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)। লাইসেন্স পেলে এ পাঁচ প্রতিষ্ঠান ফোরজি সেবা দিতে পারবে। যদিও এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি জানিয়ে আসছে দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো। থ্রিজি লাইসেন্সের মধ্যে এলটিই বা ফোরজির সেবা চালুর উল্লেখ থাকলেও তিন বছরের আগে অপারেটরেরা তা চালু করতে পারবে না–এমন বিধিনিষেধ থাকায় সরকারের এ সিদ্ধান্তে চটেছে অপারেটরগুলো। কারণ হিসেবে এরা বলেছে, মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো যখন এলটিই নিয়ে বাজারে আসবে, ততদিনে নতুন লাইসেন্স পাওয়া পাঁচ কোম্পানি বাজার দখল করে ফেলবে। এতে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর বিশাল বিনিয়োগ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

এ বছর দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হতে পারে বাংলাদেশ। সি-মি-উই ফাইভের সাথে যুক্ত হলে বাংলাদেশের ব্যান্ডউইডথের বিকল্প ব্যবস্থা বা সংযোগ গড়ে তোলা হবে। ফলে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা নাশকতার ফলে সাবমেরিন ক্যাবল কাটা পড়লে বাংলাদেশ ইন্টারনেটবিহীন হয়ে থাকবে না।

চলতি বছর ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম আরও কমানো হতে পারে। গত বছর ব্যান্ডউইডথের দাম কয়েক দফা কমানো হয়। বর্তমানে ১ মেগাবাইট ব্যান্ডউইডথ বিক্রি হচ্ছে ৪ হাজার ৮০০ টাকায়। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ব্যান্ডউইডথ একেবারে ফ্রি করে দিতে পারে সরকার। সরকারের উচ্চমহলের এমন চিন্তা রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে মোবাইল ফোনের কল রেট বেঁধে (উচ্চ সীমা ও নিম্ন সীমা) দেয়ার মতো করে মোবাইল ইন্টারনেটের দামও বেঁধে দিতে যাচ্ছে সরকার। এতে গ্রাহকেরা একটি নির্ধারিত মূল্যসীমার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। জানা গেছে, মোবাইল ফোন অপারেটর এয়ারটেল এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও বেজায় চটেছে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর সংগঠন অ্যামটব। অ্যামটব এয়ারটেলের প্রধান নির্বাহী ক্রিস টবিটকে ডেকে শাসিয়েছে, ভবিষ্যতে যেনো আর এ বিষয়ে কোনো কথা তিনি গণমাধ্যমে না বলেন এবং দামের বিষয়ে অনমনীয় থাকেন। প্রসঙ্গত, মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর রাজস্ব আয়ের একটা বড় অংশ আসে ইন্টারনেট বিক্রি করে।

চলতি বছর রাজনৈতিক সঙ্কট না থাকলে বছর শেষে থ্রিজি ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেড় কোটিতে পৌঁছতে পারে। দেশে স্মার্টফোনের আমদানি ও বিক্রি দুই-ই বেড়েছে। বর্তমানে বছরে এক কোটির মতো মোবাইল সেট আমদানি (প্রতি মাসে ১২ লাখের বেশি) হলেও চলতি বছর তা দেড় কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে বর্তমানে ১০ লাখের কিছু বেশি গ্রাহক থ্রিজি ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে টেলিটকের রয়েছে ৫ লাখের বেশি গ্রাহক। যদিও অপারেটরটি দীর্ঘদিন ধরেই এ সেবা দিচ্ছে। অবশিষ্ট চার অপারেটর গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও এয়ারটেল এ সেবা চালু করেছে মাত্র তিন মাস, গ্রাহক সংখ্যা সব মিলিয়ে ৫ লাখের মতো।

এ বছর দেশে মোবাইল ফোনে অ্যাপসের ব্যবহার কয়েকগুণ বাড়বে। থ্রিজি সারাদেশে চালু হয়ে গেলে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন ও বহুমুখী চাহিদা বাড়বে। ফলে গেম, চিকিৎসা, বিনোদন ▸

থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপসের চাহিদা তৈরি হবে। অ্যাপস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এরিনাফোন বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে রাব্বি জানালেন, বর্তমানে অ্যাপসের স্থানীয় বাজার সাড়ে ৮০০ কোটি টাকার হলেও বছর শেষে তা দেড় হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে অ্যাপস ও নির্মাতাদের সুরক্ষার জন্য তিনি ভ্যাস (ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস) লাইসেন্স দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। লাইসেন্স দেয়া না হলে মোবাইল ফোন অপারেটরেরা ইচ্ছেমতো দাম দিয়ে অ্যাপস নির্মাতাদের কাছ থেকে অ্যাপস কিনবে। এতে নির্মাতাদের ন্যায্য দাম না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে বড় প্রতিষ্ঠান ও ছোট প্রতিষ্ঠানের (অ্যাপস নির্মাতা) মধ্যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হতে পারে।

দেশে দুটি এনটিটিএন (ভূগর্ভস্থ ক্যাবল লাইন) সেবা প্রতিষ্ঠান থাকলেও একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থা ভাঙার জন্য চলতি বছর আরও একাধিক লাইসেন্স দিতে পারে সরকার। জানা গেছে, এ লাইসেন্সগুলোও রাজনৈতিক তকমাধারীরা পাবে। ফলে লাইসেন্সগুলো রাজনৈতিক চেহারা পাবে। দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের সন্তুষ্ট রাখতে এসব লাইসেন্স দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোনের গ্রাহকেরা নম্বর না বদলিয়ে যাতে যেকোনো অপারেটরের সেবা উপভোগ করতে পারেন– এজন্য এ বছর চালু হতে পারে মোবাইল ফোন নাম্বার পোর্টেবিলিটি। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি শিগগিরই গ্রাহকবান্ধব এ সেবা মোবাইল ফোন নাম্বার পোর্টেবিলিটি বা এমএনপি চালু করতে যাচ্ছে। গত বছর চালু হওয়ার কথা থাকলেও তা চলতি বছর নাগাদ চালু হতে পারে বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোন অপারেটরেরা বিভিন্ন সময় নানা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আকর্ষণীয় সেবা বা প্যাকেজ অফার করে। অপারেটর পরিবর্তন করে একই নম্বর দিয়ে ওইসব সেবা নেয়ার সুযোগ না থাকায় গ্রাহকেরা বঞ্চিত হতেন। এমএনপি সেবা চালু হলে তা আর থাকবে না। এতে দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে রূপ নেবে। অন্যদিকে গ্রাহক সেবার মান ও বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে। উপকৃত হবেন গ্রাহক।

চুরি বা ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসেটের অপব্যবহার ঠেকাতে ও হারিয়ে যাওয়া ফোনসেট খুঁজে পেতে আসছে আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি) বারিং প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তিতে ফোনটি ব্লক করে দিয়ে এর অপব্যবহার ঠেকানো যাবে এবং অবস্থান জেনে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এ ব্যাপারে একটি পাবলিক কনসালটেশন বা গণশুনানির আয়োজন করতে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে শিগগিরই আইএমইআই বারিংয়ের খসড়া প্রকাশ করা হবে। গণশুনানি শেষে তা চূড়ান্ত করে নীতিমালা আকারে প্রকাশ করা হবে। পরে এ বিষয়ে একটি নির্দেশনাও জারি করা হবে। চলতি বছর এ বিষয়টিতে অগ্রগতি আসতে পারে বলে জানা গেছে।

বর্তমানে কোনো মোবাইল ফোনসেট চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে সেটি খুঁজে পেতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিতে হয়। মোবাইল সেটটি ব্লক করা সম্ভব না হওয়ায় এটি এক হাত থেকে চলে গিয়ে বহু হাতে যেতে পারে। ফলে চলে অপব্যবহার। আইএমইআই বারিং চালু হলে মোবাইল ফোনটি ব্লক ও উদ্ধারের কাজটি মোবাইল ফোন অপারেটরেরাই করতে পারবে।

মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় কলড্রপ (সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া), কথা পরিষ্কার না শোনা, নেটওয়ার্ক সমস্যা, ইন্টারনেটের ধীরগতি, ১০ সেকেন্ড পালস চালু হওয়া সত্ত্বেও মোবাইলের খরচ না কমা, ইন্টারনেট বিলে শুভঙ্করের ফাঁকিসহ ইত্যাকার নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গ্রাহকদের। সীমিত পরিসরে থ্রিজি চালুর পরে এসব সমস্যা বর্তমানে প্রকট হয়ে উঠেছে।

সমস্যা সমাধানে মোবাইল ফোন অপারেটরেরা উদাসীন। মানসম্মত সেবার মান নিশ্চিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির কঠোর উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও তা ওই কাগজেকলমেই সীমাবদ্ধ। ফলে ভোগান্তিতে পড়ছেন গ্রাহকেরা। এরা কোথাও প্রতিকার পাচ্ছেন না।

গ্রাহকদের মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোকে বাধ্য করতে যাচ্ছে বিটিআরসি। নির্দেশনা পালনে কেউ ব্যর্থ হলে বা না করলে সেই অপারেটরের বিরুদ্ধে টেলিযোগাযোগ আইনে ব্যবস্থা নেবে কমিশন। কয়েকটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেই সেবার মান নিশ্চিত করা হবে। তবে এ ব্যাপারে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর গড়িমসি আছে। এ মুহূর্তে অপারেটরগুলোর এটি চালুর কোনো পরিকল্পনা নেই। এটি চালু করতে বিটিআরসির বেঁধে দেয়া সময়ের চেয়ে অপারেটরগুলো আরও বেশি সময় চেয়েছে। কারণ হিসেবে অপারেটরগুলো বলেছে, এটি একটি প্রযুক্তিগত বিষয়। তাই অন্তত ৬ থেকে ১০ মাস সময় প্রয়োজন এ সেবা চালু করতে।

মান ও দাম নিয়ে গ্রাহকেরা যেনো প্রতারিত না হন, সেজন্য থ্রিজি সেবাকে নজরদারির আওতায় আনছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, থ্রিজি সেবার মান নিশ্চিত ও মূল্য নির্ধারণে বিটিআরসি কাজ শুরু করেছে। এ সেবার মান নিশ্চিত করা ও গ্রাহকদের জন্য সুবিধাজনক মূল্য নির্ধারণে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। চেয়ারম্যান বলেন, পরামর্শক নিয়োগের সব প্রস্তুতি শেষে তা অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে পরামর্শক নিয়োগ দেয়ার পর কম সময়ের মধ্যে থ্রিজি সেবার মান নিশ্চিত ও মূল্য নির্ধারণ করা হবে। মোবাইল থ্রিজির ক্ষেত্রে নীতিমালায় বলা আছে, এ সেবায় ইন্টারনেটের যে গতি গ্রাহকদের দেয়া হবে তার কমপক্ষে ৭০ শতাংশ নিশ্চিত করতে হবে। বিটিআরসি আশা করছে, চলতি বছরের প্রথম দিকেই এটির কাজ সম্পন্ন হবে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগীয় এলাকায় ২০১৪ সালের টেলিযোগাযোগ খাত

এ অঞ্চলের টেলকো অপারেটরেরা চলতি বছর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নেবে। এসব গতিশীল পদক্ষেপ তাদের সামনে খুলে দিতে পারে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার আয়ের সুযোগ। তবে এজন্য তাদের পুরনো বিজনেস মডেলকে বাদ দিয়ে সময়োপযোগী নতুন ও আকর্ষণীয় সব বিজনেস মডেল সামনে আনতে হবে।

এ বছর ক্লাউড চ্যানেলগুলো নতুন করে ডিজাইন করতে হবে, যা এ খাতকে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তুলবে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল নাগাদ ৬৫ বিলিয়ন ডলারের বাজার তৈরি করবে।

এ বছর বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস) ও বিটুসির (বিজনেস টু কনজ্যুমার) মূল্যায়ন হবে বা বাজার মূল্যমান বাড়বে।

এ বছর এক্স-কমার্স মার্কেটপ্লেসের দিকে দৃষ্টি থাকবে সবার, যা মোবাইল ওয়ালেট, মাইক্রোফাইন্যান্সিং ও এম-কমার্সকে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে।

তবে ইন্টারনেট দুনিয়ায় এর নিরাপত্তা একটা বড় দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। ইন্টারনেটভিত্তিক লেনদেনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুরক্ষিত না থাকায় গত বছর সারা বিশ্বের গ্রাহকেরা কমবেশি সমস্যায় পড়েছেন। বাংলাদেশও এর বাইরে ছিল না।

আশার কথা, এ বছর মোবাইল অ্যাপসের বাজার আরও বড় হবে। এ অ্যাপসের ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন, কাস্টমাইজেশনের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে আগামী ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে।

চলতি বছর স্মার্ট সংযোগবিশিষ্ট ডিভাইসগুলো আরও নতুন ফরম্যাটে বাজারে ফিরবে। অন্যান্য দেশের মতো এশিয়ার বাজার মাতাবে ফ্যাবলেট (ট্যাবলেট পিসি ও নোটবুকের সমন্বয়ে তৈরি) কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com